রঞ্জু মামার টেলিস্কোপ

আলী আবদুল্লাহ

সত্যায়ন
প্রকাশন

সূচিপত্র

রঞ্জু মামার টেলিস্কোপ - ৬
বুড়ি মা - ২২
বিলেতি ভূতের বাচ্চা - ৬২

রঞ্জু মামার টেলিস্কোপ

অন্ত আর বাবলু দুই বন্ধু বসে আছে রঞ্জু মামার ঘরে। আজকে শনি গ্রহের বলয় দেখাবেন রঞ্জু মামা। তার সাথে আরও দেখাবেন নতুন আরেকটি রহস্যময় নীলাভ গ্রহ। বাবলুর আনা বিশাল টেলিস্কোপটা ছাদে জায়গামতো বসানো হয়েছে। নানা রকম কসরত করে সেটা ফিট করেছেন রঞ্জু মামা। বেশ আগ্রহ নিয়ে টেলিস্কোপটার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। বাবলু আর অন্তর উত্তেজনাও তুঙ্গে। এত দামি টেলিস্কোপের ব্যাপারে রঞ্জু মামা শুধু বইতেই পড়েছেন। কখনো ছুঁয়ে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। নিজেকে বেশ সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে আজ। রঞ্জু মামার চোখ উত্তেজনায় চকচক করছে। তিনি উত্তেজিত গলায় বললেন,

'কী রে বাবলু, তোর মা এত দামি জিনিসটা তোকে বাড়ি থেকে বের করতে দিলো?'

বাবলু মুচকি হাসল।

রঞ্জু মামা বলল, 'বলে কয়ে এনেছিস তো, নাকি?'

বাবলু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তাকে চুপ করিয়ে দিয়ে অন্ত বলল, 'মামা এত দামি আর আকারে এত বড়ো একটা টেলিস্কোপ, না বলে কি আর বের করে আনা সম্ভব নাকি?'

রঞ্জু মামা হাসিমুখে মাথা নেড়ে বলল, 'তা অবশ্য ঠিক।'

বাবলু বলল, 'আব্বু আমেরিকা ঘুরতে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি টেলিস্কোপ দেখে হুট করেই তার পছন্দ হয়ে যায়। শখের বসে কিনেও ফেলেন। বাংলাদেশে আসার পরপরই ব্যবসার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। একসময় তার শখও উবে যায়। একটা দিনের জন্যও আব্বু টেলিস্কোপটা ছুঁয়ে দেখেননি। বাসার এক জায়গায় পড়ে ছিল এটা। ধুলো জমে গিয়েছিল এটার ওপর। আর তাছাড়া তুমি বলেছিলে আমাদের শনি গ্রহের বলয় দেখাবে, নতুন রহস্যময় এক নীলাভ গ্রহের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। এর সাথে সাথে আমাদের পৃথিবীর একমাত্র

উপগ্রহ চাঁদ সম্পর্কেও খুটিনাটি সব তথ্য জানাবে। এই জন্যই এটা নিয়ে এসেছি, মামা। আজকে আল্লাহ আমাদের একটা সুযোগ করে দিয়েছেন!'

রঞ্জু মামা মাথা নেড়ে বললেন, 'ভালো করেছিস।'

অন্ত বলল, 'আচ্ছা মামা, শনি গ্রহের বলয়টা টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে কেমন লাগে?'

রঞ্জু মামা মুচকি হেসে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কী জানিস, আমি নিজেই কখনো টেলিস্কোপ দিয়ে শনি গ্রহের বলয় দেখিনি। একবার খবর পেলাম আগারগাঁও বিজ্ঞান জাদুঘরে শনি গ্রহের বলয় দেখানো হবে। খবর শুনে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখতে পারিনি। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল সেদিন। মজার ব্যাপার হলো, গ্রহ নক্ষত্রের ব্যাপারে আমি প্রচুর পড়ালেখা করেছি। কিন্তু টেলিস্কোপ ব্যবহার করে কখনো কোনো গ্রহ দেখা হয়নি আমার। আজকে তোদের সাথেই প্রথম দেখব, ইন শা আল্লাহ।'

বাবলু হাসি মুখে বলল, 'মামা, ঈদের এই সময়ে টেলিস্কোপটা নিয়ে এসে বেশ বুদ্ধিমানের কাজ করেছি, না?'

'অবশ্যই করেছিস!' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল রঞ্জু মামা। 'এই কারণে তোদের দুজনার জন্য আরও একটা পুরস্কার আছে। একটু অপেক্ষা কর।' এ কথা বলেই অন্ত এবং বাবলুর সামনে দু বাটি নবাবি সেমাই এনে রাখল রঞ্জু মামা।

ঈদ উপলক্ষে রঞ্জু মামা ইউটিউব দেখে নবাবি সেমাই তৈরি করেছে। সেই নবাবি সেমাই-ই দেওয়া হয়েছে অন্ত আর বাবলুর সামনে। রঞ্জু মামা আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। তার মুখে প্রশস্থ হাসি। রঞ্জু মামা এরকম হাসি মুখে বড়ো বড়ো চোখ করে ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের দিকে তাকিয়ে থাকবে যতক্ষণ না অন্ত আর বাবলু নবাবি সেমাই মুখে দিচ্ছে। সমস্যা হলো রঞ্জু মামা ইউটিউব দেখে যে খাবারই তৈরি করেন সেটাই হয় অখা.দ্য। অন্ত এবং বাবলু দুজনেই নিশ্চিত যে, এই নবাবি সেমাইটিকেও তিনি অখাদ্য হিসেবে তৈরি করতে পুরোপুরি সফল হয়েছেন। শক্ত শক্ত সেমাইয়ের টুকরো থলথলে সাদা এক ধরনের পদার্থের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। দেখলেই গা গুলিয়ে আসছে দুজনের। খাবার নিয়ে বাজে মন্তব্য

করতে বারণ করেছেন নবিজি ﷺ। এই কথাটা রঞ্জু মামাই তাদের শিখিয়েছেন। সে জন্য তারা খাবারের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করছে না। কিন্তু এই জিনিস মুখে দিতেও রুচি হচ্ছে না।

রঞ্জু মামা থাকে অন্তদের বাড়ির ছাদের চিলেকোঠার পাশে যে ছোট্ট একটা ঘর আছে, সেই ঘরে। অন্তর মায়ের চাচাতো ভাই রঞ্জু মামা। খুব গরিব ঘরের ছেলে। ইয়াতীম। বাবা-মা কেউ নেই। তবে খুব ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। তাই অন্তর বাবা রঞ্জু মামাকে গ্রাম থেকে শ হরে নিয়ে এসেছে। থাকতে দিয়েছে ছাদের চিলেকোঠায়। শর্ত হচ্ছে, থাকা-খাওয়া দেওয়া হবে। এর বদলে অন্তকে প্রাইভেট পড়াতে হবে। আর নিজের পড়ালেখার খরচ নিজেকেই জোগাড় করে নিতে হবে। রঞ্জু মামা এই জন্য অনেকগুলো টিউশনি করান। অন্তর বন্ধু বাবলুও রঞ্জু মামার ছাত্র। ঢাকায় আসার পর বেশ কিছু ছাত্র পড়ানোর কারণে তার যা ইনকাম হয় তা দিয়েই তার লেখাপড়া এবং অন্যান্য খরচ চলে যায়। এইচএসসি তে খুবই ভালো রেজাল্ট করেছিলেন রঞ্জু মামা। তিনি একজন বিজ্ঞানী হতে চান। মুসলিম বিজ্ঞানী। অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে তার আগ্রহ অনেক। মহান আল্লাহ তাআলা পৃথিবী এবং পৃথিবীর বাইরে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেই রহস্যগুলো আবিষ্কার করতে তার ভালো লাগে।

রঞ্জু মামা হাসিমুখে অন্ত আর বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী রে মুখে দিচ্ছিস না কেন?'

বাবলু চোখ বড়ো বড়ো করে অসহায়ের মতো একবার রঞ্জু মামার দিকে তাকায়। আরেকবার তাকায় অন্তর দিকে।

অন্ত প্রসঙ্গ ঘুরাতে বলে, 'মামা, খাওয়া দাওয়া পরে করা যাবে। আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও!'

'কী প্রশ্ন?'

'আল্লাহ তো সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন।'

'হ্যাঁ।'

‘এই সাত আসমান কি কোনো মানুষের পক্ষে ঘুরে আসা সম্ভব?’

হুট করে এই প্রশ্ন করে নিজেই বোকা বনে গেল অন্ত। কথা ঘোরানোর জন্য কী বলা যায় ঠিক ভেবে পাচ্ছিল না সে। মুখে যা এসেছে বলে দিয়েছে। অন্ত ভাবল রঞ্জু মামা প্রশ্ন শুনে হেসে কুটিকুটি হবে। অন্তকে দুটা কটু বাক্যও শোনাবে। অথচ রঞ্জু মামা তেমন কিছুই করল না। বরং তিনি চিন্তিত হয়ে ভ্রু কুঁচকে বললেন,

‘বিজ্ঞানীরা তো এখনো প্রথম আসমান নিয়েই পড়ে আছে। এর রহস্যই আবিষ্কার করতে পারেনি। মঙ্গল গ্রহে যেতেই ভীমরি খাচ্ছে তারা। সাত আসমান তো দূর কি বাত!’

‘তবে যদি সাত আসমানে মানুষের ঘোরাঘুরির কথা বলিস। তাহলে নবি ﷺ-এর মি’রাজের কথা বলতে হয়। মি’রাজে আল্লাহ তাআলা নবিজিকে সাত আসমান ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। তাছাড়া আরেকজন নবি আছেন। ইদরীস ﷺ। তিনি চতুর্থ আসমান পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

ইদরীস ﷺ-এর কথাটা শুনে বাবলু বেশ অবাক হলো, অন্তও যারপরনাই অবাক হয়ে বলল, ‘কী বলো মামা?’

‘সত্যি বলছি।’

বাবলু তার হাতের নবাবি সেমাইয়ের বাটিটা টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, ‘ইদরীস ﷺ চতুর্থ আসমানে কীভাবে গিয়েছিলেন?’

অন্তও বলল, ‘মামা ওনার সম্পর্কে একটু বলবা আমাদের?’

রঞ্জু মামা মুচকি হেসে বিছানায় পা তুলে আয়েশ করে বসে বললেন, ‘ইদরীস ﷺ খুব সম্মানিত একজন নবি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে বলেছেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

“স্মরণ করো, এ কিতাবে উল্লেখিত ইদরীসের কথা, সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, নবি এবং আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যাদায়।”[১]

[১] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৬-৫৭।

আল্লাহ তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন। আদম ﷺ এবং শীস ﷺ-এর পর তিনিই প্রথম আদম সন্তান, যাকে নুবুওয়াত দেওয়া হয়েছিল।'

অন্তু বলল, 'কিন্তু মামা নূহ ﷺ কি ইদরীস ﷺ-এরও আগের নবি না?'

রঞ্জু মামা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'এটা নিয়ে মতভেদ আছে বুঝলি। দাঁড়া এক মিনিট।'

রঞ্জু মামা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, এরপর টেবিলের ওপর থেকে কি একটা বই হাতে টেনে নিলেন। তারপর কয়েক পৃষ্ঠা উল্টে, সেই বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে রেখেই বললেন,

'উনি কি নূহ ﷺ-এর আগের নবি নাকি পরের সেটা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। তবে বেশির ভাগ সাহাবিই মনে করতেন ইদরীস ﷺ নূহ ﷺ-এর পরের নবি। সূরা মারইয়ামে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, হারূন, মূসা, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ইবনু মারইয়াম ও ইদরীস ﷺ-এর আলোচনা শেষে আল্লাহ তাআলা বলেন,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٨﴾

"এরাই হলো সেই সকল নবি, যাদেরকে আল্লাহ বিশেষ নিয়ামাত দান করেছেন। এরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশধর, আর এরা ছিল তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমি সুপথ প্রদর্শন করেছিলাম এবং বাছাই করে নিয়েছিলাম। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো, তখন তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং ক্রন্দন করত।"[২]

[২] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৮। (এই আয়াতটি পড়ার পর একটি সাজদা দেওয়া ওয়াজিব। এটি সাজদার আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।)

এই আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ইদরীস ﷺ নূহ ﷺ-এর পরের নবি ছিলেন। এ ছাড়াও ইমাম কুরতুবি ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মি'রাজের ঘটনা থেকে প্রমাণ করেছেন যে, ইদরীস ﷺ নূহ ﷺ-এর পরের নবি ছিলেন।

অন্ত বলল, 'নবিজি ﷺ-এর মি'রাজ মানে তো সাত আসমান ভ্রমণ। সেখান থেকে এই জিনিস কীভাবে প্রমাণ করল? ইন্টারেস্টিং তো!'

মিহি হেসে রঞ্জু মামা বললেন, 'হুম, কুরতুবি ﷺ বলেন, 'তিনি যে নূহ ﷺ-এর আগের নবি ছিলেন না, তার বড়ো প্রমাণ হলো, নবিজি ﷺ যখন মি'রাজে গেলেন, প্রথম আসমানে যখন তাঁর সাথে আদম ﷺ-এর দেখা হলো, তখন তিনি নবিজি ﷺ-কে দেখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেছিলেন, 'নেককার সন্তান ও নেককার নবির জন্য সাদর সম্ভাষণ।'

তার পর যখন চতুর্থ আসমানে নবিজি ﷺ-এর সাথে ইদরীস ﷺ-এর সাক্ষাৎ হলো, তখন ইদরীস ﷺ নবি ﷺ-কে অভ্যর্থনা জানাতে বললেন, 'নেককার ভাই ও নেককার নবির জন্য সাদর সম্ভাষণ।'

কাজী ইয়ায ﷺ বলেন, 'যদি ইদরীস ﷺ নূহ ﷺ-এর আগের নবি হতেন, তাহলে তিনি শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে নেককার ভাই না বলে নেককার সন্তান বলে সম্ভাষণ জানাতেন। যেমনটা আদম, নূহ ও ইবরাহীম ﷺ বলেছিলেন।' তিনি বলেন, নূহ ﷺ ছিলেন সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত রাসূল। যেমনটা শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ হলেন সকল মানুষের জন্য প্রেরিত রাসূল। আর ইদরীস ﷺ ছিলেন কেবল নিজ সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত রাসূল। যেমনটা ছিলেন হূদ, সালিহ প্রমুখ নবি। আর আদম, নূহ ও ইবরাহীম ﷺ কেন নবিজি ﷺ-কে নেককার সন্তান ও নেককার নবি বলে সম্বোধন করেছিল এবার সেটা বলি তোদের!'

বাবলু এবং অন্ত দুজনই চোখ পিট পিট করে তাকিয়ে আছে, কোনো কথা বলছে না।

রঞ্জু মামা বলা শুরু করলেন, 'আদম, নূহ আর ইবরাহীম ﷺ-কে পিতা হিসেবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, আদম ﷺ হলেন পুরো মানবজাতির পিতা। নূহ ﷺ হলেন মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা। এবং ইবরাহীম ﷺ হলেন তার পরের সকল

নবির পিতা যাকে আবুল আম্বিয়াও বলা হয়।'

এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ রঞ্জু মামা থেমে গেল, ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'কী রে তোরা সেমাই মুখে দিচ্ছিস না কেন? সেমাইটা মুখে দে তারপর ইদরীস ﷺ সম্পর্কে একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য দেবো তোদের!'

অন্ত প্রশস্ত হাসি ঝুলিয়ে নিল নিজ ঠোঁটে। মনে মনে বলল, 'সেরেছে, এই জিনিস বোধ হয় মুখে এবার দিতেই হবে'। সে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেমাইয়ের বাটিটা হাতে নিয়ে, চামচ দিয়ে আঠালো তরলগুলোকে নাড়তে শুরু করল।

বাবলু অন্তর হাল দেখে চট করে বলল, 'মামা ইন্টারেস্টিং তথ্যটা বলো, খাওয়া তো চলতেই থাকবে!'

রঞ্জু মামা মুচকি হেসে বলল, 'ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো ইবনু ইসহাক ﷺ বলেন, 'ইদরীস ﷺ-ই প্রথম কলম দিয়ে লেখার প্রচলন শুরু করেন।'

অন্ত বেশ অবাক হয়েছে এবং এই সুযোগে হাতের বাটিটাকে কায়দা করে টেবিলে রেখে চিৎকার করে বলল, 'কী বলছো মামা! কলম দিয়ে লেখার শুরু তাহলে ইদরীস ﷺ-এর সময় থেকে?'

রঞ্জু মামা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। 'আরও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে ইদরীস ﷺ সম্পর্কে!'

বাবলু জিজ্ঞেস করল, 'কী সেটা?'

'বলা হয় মু'জিযা হিসেবে আল্লাহ তাঁকে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং অঙ্কবিজ্ঞানের জ্ঞান দান করেছিলেন। আরও বলা হয় যে, ইদরীস ﷺ-এর সময়ের আগে মানুষ পোশাক হিসেবে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। তিনিই প্রথম আল্লাহর ইচ্ছেতে বস্ত্র সেলাই শিল্পের সূচনা করেন। আবার ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতি প্রথম তিনিই আবিষ্কার করেন।

অন্ত বলল, 'মামা, ইদরীস ﷺ থেকেই তো মনে হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার সূচনা হয়েছে!'

‘সব নবিই তাঁদের আমলে সব থেকে আধুনিক মানুষ ছিলেন। আদম ﷺ থেকে শুরু করে নবিজি ﷺ পর্যন্ত সব নবির জীবনী দেখলেই এটা বুঝতে পারবি। তবে হ্যাঁ ইদরীস ﷺ-কে নিয়ে যেই মু’জিযার কথা বলা আছে, সেগুলো এই আধুনিক সভ্যতা গঠনে যে বিশাল ভূমিকা রেখেছে এতে কোনোই সন্দেহ নেই। যেমন, ধর তিনি লোহা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরির পদ্ধতিও আবিষ্কার করেন এবং তাঁর আমল থেকেই এর ব্যবহার শুরু হয়। তিনি নিজে অস্ত্র তৈরি করেন এবং সেই অস্ত্র দিয়ে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদও করেন।’[৩]

অন্ত বলল, ‘দারুণ তো ব্যাপারটা।’

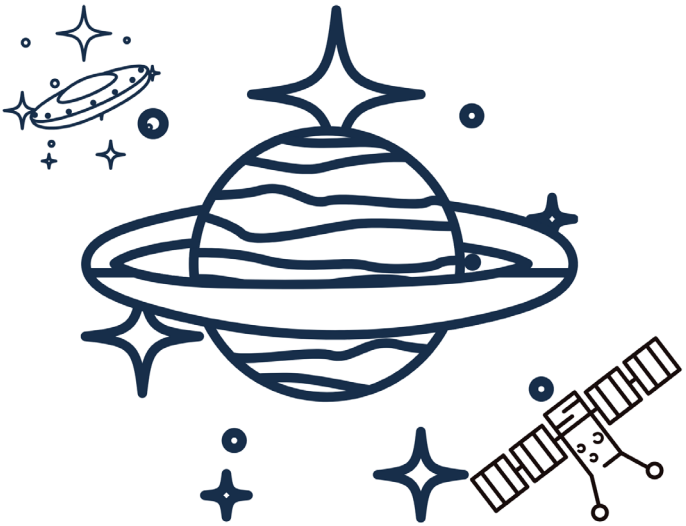

রঞ্জু মামা মুচকি হাসল। সে তাকিয়ে আছে বাবলুর দিকে। বাবলুকে হঠাৎ করে কেমন জানি অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে। বারবার সে ছাদে সেট করা তার টেলিস্কোপটার

[৩] কুরতুবি, সূরা মারইয়ামের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীর, তাফসীরে মা’রিফুল কুরআন, ৮৩৮।

দিকে তাকাচ্ছে। অন্ত যত আগ্রহ নিয়ে কথা শুনছে বাবলু তেমনটা আগ্রহ পাচ্ছে বলে মনে হলো না। তার ভেতরে কোনো দুশ্চিন্তা কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে। রঞ্জু মামা বাবলুর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'কী রে বাবলু! কী সমস্যা তোর?

বাবলু চমকে উঠে বলল, 'কই, না তো! কোনো সমস্যা নাই।'

'তাহলে আমার কথা মন দিয়ে শুনছিস না কেন? বারবার শুধু টেলিস্কোপের দিকে তাকাচ্ছিস!'

'না মানে...'

বাবলু মাথা নিচু করে ফেলল।

রঞ্জু মামা ঘড়ির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'আর একটু অন্ধকার নেমে এলে আমরা টেলিস্কোপ দিয়ে গ্রহ দেখা শুরু করব, ইন শা আল্লাহ। এখনো সময় হয়নি। এই জন্যই তোদেরকে ইদরীস ﷺ-এর ঘটনাটা বলছিলাম। বলতে ভালোই লাগছে আমার। এখন তোদের যদি ভালো না লাগে, তাহলে কথা বন্ধ করে দিতে পারি।'

অন্ত চেহারায় অসুন্তষ্টি ফুটিয়ে তুলে বলল, 'কী যে বলো না, রঞ্জু মামা! ইদরীস ﷺ-এর গল্প শুনতে অসাধারণ লাগছে, আলহামদুলিল্লাহ। তুমি বাবলুর কথা বাদ দাও তো। ওর মুড কখন কেমন হয় সেটা এক রহস্য। তুমি দয়া করে ইদরীস ﷺ-এর ঘটনাটা বলো। তিনি নাকি চতুর্থ আসমান পর্যন্ত গিয়েছিলেন, ঘটনাটা কী? একটু বলবে?'

রঞ্জু মামা এক প্রশস্ত হাসি নিয়ে এলেন ঠোঁটে। এরপর বললেন, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা মারইয়ামের ৫৬-৫৭ নম্বর আয়াতে ইদরীস ﷺ সম্পর্কে কথা বলেছেন। সূরা মারইয়ামের ৫৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

"এবং আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম সুউচ্চ মর্যাদায়।"

এই আয়াতের তাফসীরে ইদরীস ﷺ-এর চতুর্থ আসমানে গমনের ঘটনাটা আছে। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া বইটির মধ্যে বিস্তারিতভাবে ইবনু কাসীর ﷺ ঘটনাটা ব্যাখ্যা করেছেন। দাঁড়া, তোদের পড়ে শোনাচ্ছি।'

এ কথা বলেই রঞ্জু মামা টেবিল থেকে কৃত্রিম চামড়া দিয়ে মোড়ানো বড়ো সাইজের বেশ মোটা একটি বই হাতে তুলে নিলেন। এরপর কিছুক্ষণ বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টে একটি নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় এসে তার চোখ আটকে গেল। তিনি বললেন, 'এই যে দেখ,

> "আর আমি তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম"—এই আয়াত প্রসঙ্গে সহীহ বুখারি ও মুসলিমে মি'রাজ-সংক্রান্ত হাদীসে আছে যে, চতুর্থ আসমানে তার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাৎ হয়। ইবনু জারীর ﷺ হিলাল ইবনু ইয়াসাফ ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'ইবনু আব্বাস ﷺ আমার উপস্থিতিতে কা'ব ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, 'ইদরীস ﷺ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার উক্তি—(আর আমি তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম)-এর অর্থ কী?' উত্তরে কা'ব ﷺ বলেছিলেন, 'আল্লাহ তাআলা ইদরীস ﷺ-এর কাছে ওহি প্রেরণ করেন যে, তোমাকে প্রতিদিন আমি সমস্ত আদম সন্তানদের আমলের সমপরিমাণ প্রতিদান দেবো।' এর দ্বারা সম্ভবত তার সমকালীন মানব সন্তানদেরকেই বোঝানো হয়েছে। এতে তিনি আরও আমল বৃদ্ধি করতে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন। এরপর তার এক ফেরেশতা বন্ধু তার কাছে এলে, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন,
>
> আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি এরূপ এরূপ ওহি পাঠিয়েছেন। আপনি মালাকুল মাউত-এর সঙ্গে কথা বলুন, যাতে আমি আরও বেশি আমল করতে পারি।
>
> এই কথা শুনে সেই ফেরেশতা তাকে তার দু'ডানার মধ্যে বহন করে আকাশে নিয়ে যান। তিনি চতুর্থ আসমানে পৌঁছলে ফেরেশতার সঙ্গে মালাকুল মাউতের (মৃত্যুর ফেরেশতার) দেখা হয়। ফেরেশতা তখন তার সঙ্গে ইদরীস ﷺ-এর বক্তব্য সম্পর্কে আলাপ করেন। মালাকুল মাউত বললেন, ইদরীস ﷺ কোথায়?

জবাবে তিনি বললেন, 'এই তো তিনি আমার পিঠের ওপর।'

মালাকুল মাউত বললেন, 'আশ্চর্য! চতুর্থ আসমানে ইদরীস ﷺ-এর রূহ কবজ করার আদেশ দিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হলে আমি ভাবতে লাগলাম যে, কীভাবে চতুর্থ আসমানে তার রূহ কবজ করব, অথচ তিনি পৃথিবীতে আছেন!

এরপর মালাকুল মাউত অর্থাৎ মৃত্যুর ফেরেশতা সেখানেই তার রূহ কবজ করেন।

আল্লাহ তাআলার কালাম "আর আমি তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম"—এর অর্থ এটাই।"[৪]

চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে আছে অন্ত আর বাবলু।

অন্ত বলল, 'ফেরেশতা তাঁকে ডানায় করে নিয়ে গিয়েছিল!'

রঞ্জু মামা হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে বললেন, 'এই ঘটনাটার বর্ণনা আরও কয়েকভাবে এসেছে। শুনবি তোরা?

অন্ত আর বাবলু দুজনেই একসাথে বলে উঠল, 'অবশ্যই শুনবো মামা, বলো তুমি।'

মামা *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* নামক বইটি থেকে আবার পড়া শুরু করলেন,

ইবনু আবী হাতিম ﷺ আরও উল্লেখ করেন যে, তখন, ইদরীস ﷺ সেই ফেরেশতাকে বলেছিলেন যে, 'আপনি মালাকুল মাউতকে একটু জিজ্ঞেস করুন, আমার আয়ু আর কতটুকু বাকি আছে?'

ফেরেশতা তাকে এই কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'আমি না দেখে বলতে পারব না।'

তারপর দেখে তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে যার আয়ু এক পলক ব্যতীত আর কোনো সময় অবশিষ্ট নেই।'

[৪] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১/২২৮-২২৯। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

> এই কথা শুনে সেই ফেরেশতা তার ডানার নীচের দিকে ইদরীস ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে দেখেন যে, ইদরীস ﷺ-এর মৃত্যু হয়ে গেছে, অথচ তিনি তা টেরই পাননি।[৫]

এই পর্যায়ে এসে রঞ্জু মামাকে থামিয়ে দিয়ে বাবলু বলল, 'আচ্ছা মামা, এই ঘটনাগুলো কি সহীহ হাদীসে এসেছে?'

রঞ্জু মামা না-সূচক মাথা নেড়ে বলল, 'একটা কথা তোদের বলে রাখি, এই মাত্র যেই ঘটনাটা বর্ণনা করলাম এটি ইসরাঈলি বর্ণনা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর কিছু অংশে আপত্তি রয়েছে। তবুও তোরা সাত আসমান ঘোরার প্রসঙ্গ তুললি বলে ইদরীস ﷺ-এর চতুর্থ আসমান পর্যন্ত যাওয়ার এই গল্পগুলো আমি তোদেরকে শোনালাম।'

রঞ্জু মামা কথা শেষ করার আগেই ছাদের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে বা কারা সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠে আসছে।

পায়ের শব্দ শুনে হকচকিয়ে গেছে বাবলু। সে ভয়ার্ত কণ্ঠে অস্পষ্টভাবে বলল, 'হে আল্লাহ! কারা আসছে?'

বলেই হুট করে দাঁড়িয়ে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে রইল ছাদের সিঁড়িঘরের দরজার দিকে। মনে হচ্ছে বাবলু ভূত দেখার জন্য ভয়ার্ত হৃদয় নিয়ে অপেক্ষা করছে।

বাবলুর এমন আচরণে অন্ত আর রঞ্জু মামা বেশ অবাক হলো।

অন্ত বলল, 'কী হয়েছে বাবলু?'

রঞ্জু মামাও তার বিস্ময় গোপন না করে বাবলুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবলু তুই এমন করছিস কেন?'

বাবলু কিছু বলল না, মাথা নিচু করে ফেলল।

রঞ্জু মামা দেখলেন বাবলুর বাবা আর অন্তর বাবা ছাদে উঠে এসেছে। ছাদ

---

[৫] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১/২২৯। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)